ম্যাসেজ

আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া

মিজানুর রহমান আজহারি

বই সম্পর্কে

ইসলাম এক নক্ষত্র, যার সংস্পর্শে সমস্ত আঁধার বিলীন হয়ে যায়, ঘোর অমানিশাও তাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়। ইসলাম তো এমন এক জ্যোতিষ্ক, যা উৎসারিত হয়েছে আরশে আজিমের মহিমান্বিত রওশন থেকে। জাহেলিয়াত পরাজয় কবুল করেছিল ইসলামের বুকে আশ্রয় পেয়ে। এই পবিত্র দ্বীন আত্মাকে করেছে প্রশান্ত, চরিত্রকে করেছে নিষ্কলুষ, জীবনকে করেছে সার্থক, মানবতাকে দিয়েছে মুক্তি। এর আলোকচ্ছটা যে জমিনে পড়েছে, সেখানে অঙ্কুরিত হয়েছে শান্তির সবুজ তরু। এই রওশনের ঝলক যে হৃদয় ধারণ করেছে, সে হৃদয় হয়েছে দারাজ দিল। যে যুগ ধারণ করেছে, তা হয়েছে খইরুল কুরুন বা সর্বোত্তম যুগ।

কিন্তু হায়! অজ্ঞতা ও অবহেলার কালো মেঘে সেই সূর্য আজ মেঘলুপ্ত। আলোহীন এ ধরায় উঠে না প্রাণের জোয়ার। তোলে না কেউ আর মানবতার জয়োধ্বনি। অধিকার হারিয়ে মুমূর্ষুপ্রায় মানবতা। নব্য জাহেলিয়াতের এই গাঢ়-কালো মেঘপুঞ্জ চূর্ণ করতে দরকার একটি নির্ভেজাল ঈমানি দমকা হাওয়া; যে হাওয়ায় জ্ঞানের সৌরভ মিশে মোহিত করবে প্রতিটি হৃদয়। সেই মোহনীয় দক্ষিণা হাওয়ার গুঞ্জন তুলতেই আমাদের আয়োজন–'ম্যাসেজ'।

ম্যাসেজ

আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া

মিজানুর রহমান আজহারি

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ঠিক কীভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ করব—বুঝতে পারছি না। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ০৫ তারিখে কনফার্ম হয়েছিল—বইটা 'গার্ডিয়ান' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, সেদিন থেকেই পুরো গার্ডিয়ান টিম উচ্ছ্বাস নিয়ে আগ্রহভরে অপেক্ষা করেছে। পাণ্ডুলিপি মেইলে পাওয়ার পরদিন থেকে সবাই হাসিমুখে বিশ্রাম ভুলে কাজ করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে পুরো টিম তাদের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে যথাসম্ভব নিখুঁত গ্রন্থ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

জানি না, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটিকে কীভাবে গ্রহণ করবেন। তবে আশাবাদী মন স্বপ্নের এক বিশাল পাহাড় গড়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটি লাখো পাঠকের হাতে পৌঁছবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা পরিষ্কার করছি, এই গ্রন্থে এমন কোনো এক্সক্লুসিভ বিষয় নেই—যা অতীতে কখনো আলোচিত হয়নি। এখানে এমন কোনো নতুন জ্ঞান উৎপাদিত হয়নি, বুদ্ধিবৃত্তিক ফসলের মাঠে যার চাষাবাদ অতীতে কখনোই চোখে পড়েনি। মুসলিম মানসে খুব পরিচিত কিছু কথামালা এখানে নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

তাহলে গ্রন্থটির বিশেষত্ব কী? বিশেষত্ব হলো—সহজ কথা সহজ করে বলার নান্দনিকতা। প্রয়োজনীয় কথামালার প্রাঞ্জল ও অনুপম উপস্থাপনার বিশেষ গুণ সবার থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তরুণ আলিম, চিন্তক ও গবেষক মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবকে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ! প্রজন্মের ভাষা বুঝে কথা বলার এক অনন্য স্টাইল তাঁকে সাধারণ মুসলিম হৃদয়ের গহিনে বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার প্রতিটি জনপদ তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বরণ করে নিয়েছে।

যারা ভালো বলেন, তারা ততটা ভালো লিখতে পারেন না—এমন একটি মিথ সমাজে খুবই প্রচলিত। কিন্তু এই মিথ যেন আত্মসমর্পণ করেছে এই গ্রন্থের শব্দ-বুননে। পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি বেশ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কণ্ঠে যেমন সুধা ঢেলে দিয়েছেন, কলমেও তেমনি দিয়েছেন গতি ও সাবলীলতা। এটি মহান রবের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতও বটে।

বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, সফল মানুষরা কেন সফল হয়ে ওঠে। আল্লাহর স্পেশাল দয়া ও রহমত তো বটেই; একই সঙ্গে অধ্যবসায়, ত্যাগ, বিনয় আর কঠিন পরিশ্রমই যে একজন মিজানুর রহমান আজহারিকে তৈরি করেছে—তা এই ক্ষুদ্র কাজটি করতে গিয়েই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। রাতের পর রাত জেগে, সকল কর্মব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে, অনেক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে তিনি বইটির পেছনে যেভাবে সময় দিয়েছেন, তাতে অভিভূত না হয়ে পারিনি। আমরা যতবার স্বরণ করেছি, ততবারই তিনি হাসিমুখে সাড়া দিয়েছেন। জটিল কথাকে সহজে তুলে ধরা আর তাৎক্ষণিক ভাষাদক্ষতা দেখে অবাক হয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লেখকের সম্মান ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিন। আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি গার্ডিয়ানের ওপর আস্থা রেখেছেন।

গ্রন্থটির নাম—'ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া'। এখানে ১২টি ম্যাসেজ জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে—যা এই সময়ে, এই প্রজন্মের জন্য জরুরি। গ্রন্থটির ভাষা ও বিন্যাস এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ পড়তে স্বস্তি অনুভব করে। ভাষার কাঠিন্য সচেতনভাবেই পরিহার করা হয়েছে। আরবি টেক্সট কমিয়ে আয়াত ও হাদিসের বাংলা অর্থ বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

আমাদের মুঠোফোনে টেক্সট আসে যেভাবে, সেভাবেই যেন আমরা এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে ১২টি টেক্সট পৌঁছে দিচ্ছি। প্রচ্ছদেই দেখেছেন—'You have 12 unread messages'। চলুন, পড়ে দেখি—কী লেখা আছে ম্যাসেজগুলোতে।

আমরা আনন্দিত যে, বইটির ৭ম সংস্করণ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। পাঠকরা বইটিকে এত ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন–তা জেনে আমরা অবিভূত। আবারও অভিনন্দন জানাতে চাই বই-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১০ জানুয়ারি, ২০২৩

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অপার করুণায় সকল ভালো কাজ পূর্ণতা পায়। দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি সত্যের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে আমাদের আহ্বান করেছেন। ২০২১ সালের বইমেলায় 'ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া' শিরোনামে প্রকাশিত বইটি বাংলা ভাষায় আমার প্রথম কাজ। নিজেকে বাংলা সাহিত্য-দুনিয়ায় যুক্ত করতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। জ্ঞান-দুনিয়ার দুর্বল ছাত্র। প্রতি মুহূর্তে নিত্য-নতুন কিছু জানার চেষ্টা করছি। সত্যের অনুপম ছোঁয়ায় নিজেকে ঋদ্ধ করার অবিরত এক সংগ্রামে আছি। তীর পেরিয়ে জ্ঞান-সমুদ্রের যত গভীরে প্রবেশ করছি, নিজেকে তত দুর্বল, অসহায়, অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষুদ্র হিসেবে আবিষ্কার করছি। রবের দুনিয়া কত বড়ো, তাঁর কত নিয়ামতে ডুবে আছি আমরা! পৃথিবীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের মণি-মুক্তো, রত্ন! কটা ভাঁজেই আর বিচরণ করা যায়!

নিজের সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও উম্মাহর তরুণদের নিয়ে কেন জানি পেরেশানিতে ভুগি। একুশ শতকের তারুণ্য কী এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে! এই প্রজন্মেরই একজন হয়ে খুব করে তাদের মানসপটকে বোঝার চেষ্টা করি। তাদের লাইফস্টাইল, চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতা বেশ বুঝতে পারি। তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কথার টোন, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে উপলব্ধি করতে পারি। মূলত, আমার ক্ষুদ্র কর্মতৎপরতা এই তরুণদের ঘিরেই। তাদের জন্য ভাবি, বলি, লিখি, কন্টেন্ট তৈরি করি। কারণ, এই প্রজন্মকে যদি সঠিক পরিবহনে তুলে দেওয়া যায়, তাহলে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাবেই। ভুল গাড়িতে উঠিয়ে হা-হুতাশ করে কী লাভ!

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কুরআনের ম্যাসেজ পৌঁছে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল রাব্বুল আলামিনের দয়ায়। একজন দাঈ হিসেবে সাধারণত কথা বলাটাই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। গত সাত বছরের দাওয়াতি অভিযাত্রায় অনেক শ্রোতা আমার লিখিত বইয়ের আবেদন করেছেন। আমি জেনেছি—শোনার পাশাপাশি শ্রোতাদের বড়ো একটা অংশ পড়তে ভালোবাসেন। ইন্টেলেকচুয়াল সার্কেলে বই ও সাহিত্যের একটা আলাদা আবেদন আছে। সাহিত্যাঙ্গনে একজন দাঈ চাইলেই কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। দাওয়াহর সাহিত্যিক প্রেজেন্টেশনও বেশ কার্যকর ও টেকসই। লেখনী মানেই স্থায়ী রেকর্ড—এই ভাবনা থেকেই লেখালিখির আগ্রহটা তৈরি হয়।

এই গ্রন্থে একেবারে ঐতিহাসিক ও এক্সক্লুসিভ কোনো তথ্য হয়তো পাবেন না; এ আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা। বলতে পারেন, কুরআনের কর্মী হিসেবে সাহিত্য-জগতে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা এই গ্রন্থ। সারা দেশে বিভিন্ন সময়ে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে আলোচনা করেছি, গ্রন্থের প্রতিটি লেখায় সেসব আলোচনার নোটই প্রাথমিক সোর্স। বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, লেখার চেয়ে বলা অনেক সহজ।

বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি, সাহাবিদের বক্তব্য, সালাফদের কথা, বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক স্কলারদের রেফারেন্সের পাশাপাশি আমার নিজস্ব একান্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্য-দুনিয়ায় বই মানেই যে শব্দের মারপ্যাঁচে ভারী ভারী কথা, এই গ্রন্থকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। রাশভারী কথামালা পরিহার করে সাধারণ মানুষের ভাষায় লেখাগুলো সাজানোর একটা প্রয়াস এখানে আছে। সকল ধর্ম, বয়স, শ্রেণি-পেশার পাঠক নিজেদের সাথে বইটিকে কানেক্ট করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

নতুন ধারার প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স'-কে পাশে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। পুরো গার্ডিয়ান টিম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রন্থটিকে পাঠকদের সামনে স্মার্টলি উপস্থাপন করতে বেশ কিছু তরুণ দিন-রাত শ্রম দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করছি।

মানুষ হিসেবে আমরা কেউ-ই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। এই বইটিতে কোনো ভুল থাকবে না—এমন দাবি করার দুঃসাহস করছি না। মানবিক দুর্বলতার কারণে বিশেষ কোনো টাইপিং মিসটেক অথবা তথ্যগত কোনো অসংগতি আপনাদের চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন; পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য, মূল তাৎপর্য, স্পিরিট ও মধ্যমপন্থার শিক্ষা তুলে ধরতে বইটি কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে আশা করছি। 'ম্যাসেজ' বইটিতে কিছু বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া লাগাতে বইটিকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

মিজানুর রহমান আজহারি
৩০ মার্চ, ২০২১

সূচিপত্র

কুরআনের মা	১১
মুমিনের হাতিয়ার	২৯
কুরআনিক শিষ্টাচার	৪৮
উমর দারাজ দিল	৮০
ডাবল স্ট্যান্ডার্ড	১০৩
উসরি ইউসরা : কষ্টের সাথে স্বস্তি	১৩২
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন	১৫৬
শাশ্বত জীবনবিধান	১৭৩
স্মার্ট প্যারেন্টিং	২০১
মসজিদ : মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস	২৩০
আসমানি বরকতের চাবি	২৬০
বিদায় বেলা	২৮০

কুরআনের মা

সূরা ফাতিহা পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বোধনী বক্তব্য (Maiden Speech), একটি সার্থক মানপত্র, একটি প্রার্থনা, একটি শ্রেষ্ঠ সারাংশ এবং একটি প্রতিষেধক। অসংখ্য গুণে গুণান্বিত এই ছোট্ট সূরাটি কুরআনের প্রথম সূরা। এই সূরা দিয়েই কুরআনের সূচনা। আর 'ফাতিহা' শব্দের আক্ষরিক অর্থই হলো—শুরু বা সূচনা। এই সূরাকে 'ফাতিহাতুল কিতাব' বা কিতাবের ভূমিকা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ সূরার মধ্য দিয়েই খুলে যায় কুরআনের বিস্ময়কর জগতের দ্বার! এই সূরার পথ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়েই কুরআনের মহিমান্বিত রূপ আমাদের গোচরে আসে।

সূরা ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা; যা মানুষের জীবনের পথ ও পাথেয় বর্ণনা করে। এই সূরার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদিকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রার্থনা করার পদ্ধতি। এই সূরায় অঙ্কিত হয়েছে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এ সূরার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কুরআনের সামষ্টিক মহিমান্বিত রূপ, বর্ণিত হয়েছে তার সারমর্ম। বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এই সূরায়। মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল মিলে যেমন একটি পরিপূর্ণ উদ্ভিদ হয়, তেমনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের সমন্বয়ে সূরা ফাতিহা পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে কুরআনকে পূর্ণতা দিয়েছেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও পথ-নির্দেশের জন্যই এই সূরা নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, তাঁর সুমহান পরিচয়, মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস, সত্যের ওপর অবিচল থাকার চেতনা, বিপথগামীদের থেকে বেঁচে থাকা হতে শুরু করে পার্থিব জীবনে আরোগ্য লাভের পন্থাও এখানে বিবৃত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

কুরআনুল কারিমের পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে নাজিল হওয়া প্রথম সূরা এটি। এ সূরাটিকে রাসূল ﷺ কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা (The Greatest Surah of the Holy Quran) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। 'আবু সাইদ ইবনে মুয়াল্লা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূল ﷺ আমাকে বললেন—তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের এক মহান সূরা শিক্ষা দেবো। তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন। এরপর তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি না আমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দেবেন বলছিলেন? তিনি বললেন—اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ;এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন—যা কেবল আমাকেই প্রদান করা হয়েছে।' (সহিহ বুখারি : ৪৪৭৪)

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সীমাহীন। এই সূরা তিলাওয়াত ব্যতীত নামাজই হয় না। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাজই হলো না।' (সহিহ বুখারি : ৭৫৬)

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে দামি সূরা। এর অনুরূপ কোনো সূরা অন্য কোনো আসমানি কিতাবে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহ সূরা ফাতিহার মতো তাওরাত অথবা ইনজিলে কোনো আয়াত নাজিল করেননি। এর আয়াত সংখ্যা সাত এবং এগুলো বারবার তিলাওয়াত করা হয়।' (সুনানে আন-নাসায়ি : ৯১৪)

সূরা ফাতিহার বিশেষণ

সূরা ফাতিহাকে বিশ্বনবি ﷺ বলেছেন—'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের মা'। মা যেমন সন্তানের জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করে তোলেন, তেমনি সূরা ফাতিহার শাশ্বত বাণীও কুরআনকে পূর্ণতা দিয়েছে। আরবিতে 'উম্ম' শব্দটি মা অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনি কোনো কিছুর কেন্দ্রবিন্দু, চুম্বকাংশ, সারনির্যাস অথবা সারমর্ম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাহলে উম্মুল কুরআনের অর্থ হচ্ছে—কুরআনুল কারিমের কেন্দ্রবিন্দু, চুম্বকাংশ, সারনির্যাস বা সারমর্ম, The epitome of the book, The pure essence of the book। আল্লাহ তায়ালা পুরো কুরআনের ত্রিশ পারায় যা উল্লেখ করেছেন, তার সারনির্যাস রেখে দিয়েছেন সূরা ফাতিহায়।

সূরা ফাতিহার আরেকটি নাম হলো—'ওয়াফিয়া' বা 'পূর্ণাঙ্গ'। এই সূরাটি একসঙ্গে পুরোটা পড়তে হয়, খণ্ড খণ্ডরূপে পড়া যায় না। কেউ প্রথম রাকাতে সূরাটির তিন আয়াত এবং পরের রাকাতে চার আয়াত—এভাবে পড়তে পারবে না; পড়লেও সেটা বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য সূরা খণ্ডিতভাবে নামাজে তিলাওয়াত করা যায়। যেমন : কেউ প্রথম রাকাতে সূরা আর-রহমানের প্রথম দশটি আয়াত তিলাওয়াত করল, আর দ্বিতীয় রাকাতে বাকি আয়াত—এটা জায়েজ; কিন্তু সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে এমনটা জায়েজ নেই। এজন্য এই সূরাকে ওয়াফিয়া বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়।

এই সূরার আরেকটি নাম হচ্ছে 'সূরাতুদ-দুআ' অর্থাৎ প্রার্থনার সূরা। কীভাবে মহামহিম আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়, ফরিয়াদ করতে হয়, মহান রবের কাছে চাইতে হয়—সেটা এই সূরার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই সূরায় আমরা প্রতিনিয়ত বলে থাকি—'اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-(হে আল্লাহ) আমাদের সরল-সঠিক পথ দেখান।'

অর্থাৎ আমরা যেন বলি—হে আল্লাহ! আমরা যদি কখনো পথ ভুলে যাই কিংবা বিপথগামী হই, তাহলে আপনি আমাদের পথ দেখান এবং সুপথে পরিচালিত করুন। যদি কখনো পথভ্রষ্ট হই, আপনার দ্বীনবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে আমাদের স্থান দিন, যেন সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা আপনার দ্বারস্থ হতে পারি। পৃথিবীর কোনো শক্তিই যেন আপনার দেখানো পথ থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে না পারে।

এই কথাটিই গীতিকার জাকির আবু জাফর তাঁর গানে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

'আমি যদি কোনোদিন পথ ভুলে যাই
হাতছানি দিয়ে কাছে নিও,
মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে
সব ভুল ক্ষমা করে দিও।'

এই সূরার আরেক নাম হলো 'সূরাতুশ-শিফা' তথা আরোগ্য লাভের সূরা। কোনো অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে এই সূরা পড়ে ফুঁ দিলে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন। তবে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস তথা ঈমান রাখতে হবে। ঈমান যদি মজবুত হয়, তবেই এতে কাজ হবে; নতুবা হবে না।

সহিহ বুখারির এক বর্ণনা থেকে জানা যায়—কিছু সাহাবি একবার সফরে বের হলেন। সফরের মাঝে তাঁদের কাছে এক বালিকা এসে বলল—'আমাদের গোত্রের সরদারকে সাপে কেটেছে। গোত্রে কোনো পুরুষও নেই যে তার ওপর নির্ভর করব। অতএব, আপনাদের কেউ কি আছেন—যিনি ঝাড়ফুঁক করতে পারেন?'

একজন সাহাবি গিয়ে ঝাড়ফুঁক করলেন। লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল। গোত্রের সর্দার খুশি হয়ে সেই সাহাবিকে ৩০টি ছাগল উপহার দিলেন এবং দুধ পান করালেন।

ঝাড়ফুঁক দেওয়া সাহাবিকে অন্য সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি সত্যিই ঝাড়ফুঁকের পদ্ধতি জানো?' তিনি বললেন—'না, আমি তো কেবল সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছি।' সাহাবিরা ভাবলেন, তাঁরা মদিনায় ফিরে নবিজিকে এই নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করবেন।

পরবর্তী সময়ে রাসূল ﷺ-কে যখন এ বিষয়ে জানানো হলো, তিনি সব শুনে খুশি হলেন এবং বললেন—'সে কেমন করে জানল, তা (সূরা ফাতিহা) আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে ছাগলগুলো ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও একটি রেখ।'

সহিহ বুখারির এই হাদিসটিই প্রমাণ করে, সূরা ফাতিহা হলো 'সূরাতুশ-শিফা' তথা আরোগ্য লাভের সূরা। তাই আমরা অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি সূরা ফাতিহা পড়ে রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক করতে পারি। নিজের জন্য নিজেও রুকইয়াহ করা যায় অথবা অন্যদের মাধ্যমেও রুকইয়াহ করা যায়।

রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক করাকে অনেকে কুসংস্কার মনে করে থাকেন—এটা একটা ভুল ধারণা। পবিত্র কুরআনের আয়াত বা মাসনুন দুআসমূহের মাধ্যমে রুকইয়াহ তথা ঝাড়ফুঁক করা সুন্নাহসম্মত।

সূরা ফাতিহার আরেকটা নাম হলো 'সাবউল মাসানি' বা নিত্য পঠিত সাত বাক্য। সূরা ফাতিহার আয়াতসংখ্যা সাতটি। এই সূরাটি প্রতিদিন পড়া হয়। যারা শুধু ফরজ নামাজটা আদায় করেন, তারাও প্রতিদিন অন্তত ১৭ বার সূরা ফাতিহা পড়েন। তাহলে যে নামাজির বয়স পঞ্চাশ বছর, তিনি জীবনে মোট কতবার সূরা ফাতিহা পড়েছেন? কল্পনা করেছেন ব্যাপারটা? এজন্যই এ সূরাটিকে 'সাবউল মাসানি' বা নিত্য পঠিত সাত বাক্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই সূরা কখনো পুরোনো হয় না। এ যেন এক চির নতুন ঐশী বাণী। ধরুন, একজন নামাজি লোকের বয়স ৮০ বছর। এই ৮০ বছর ধরে প্রতি ওয়াক্তে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পরও তার মাঝে এতটুকু বিরক্তি আসে না। বিশ্বাস না হলে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন।

আপাত দৃষ্টিতে এই সূরাটিকে সাধারণ মনে হলেও এটি তেমনটি নয়। একে যতবার আবৃত্তি করবেন, ততবারই মনে হবে এর স্বাদ কখনো শেষ হওয়ার নয়। অনন্তকাল ধরে পড়লেও এ সূরার স্বাদ শেষ হবে না, মোটেও পুরোনো মনে হবে না।

সূরার গঠনবিন্যাস ও বিষয়বস্তু

এই সূরার বক্তব্য তিনটি ভাগে বিভক্ত—

১. আল্লাহর প্রশংসা

২. আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক

৩. আল্লাহর কাছে দাবি-দাওয়া।

কোনো বরেণ্য অতিথি আমাদের প্রোগ্রামে এলে আমরা প্রথমে শুভেচ্ছা বা মানপত্র পাঠ করি। মানপত্রে সাধারণত তিনটি পর্ব থাকে। প্রথমে থাকে অতিথির প্রশংসা, তারপর থাকে অতিথির সাথে আয়োজকদের সম্পর্কের বর্ণনা আর শেষে থাকে দাবি-দাওয়া। সূরা ফাতিহাও ঠিক এ রকমই।